ফিরতি পথে রহমতের সাথে খুব একটা কথাবার্তা হল না মিজানের। দু'জনাই যে যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকল। এই সমস্যাটার অভিনবত্ব তাদের দু'জনকেই বেশ খানিকটা নাজুক অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। ঠিক কিভাবে এগুনো উচিৎ বোঝা যাচ্ছে না। রহমতের বাসায় পৌঁছে দু'কাপ চা নিয়ে লিভিংরুমে বসল ওরা।

"কি করবি এখন?" রহমত প্রশ্নটা করলেও সে নিজেও জানে এই প্রশ্নের উত্তর মিজানের জানা নেই।

শ্রাগ করল মিজান। "কি করব? যাদের কাছে গিয়েছিলাম সাহায্য পাবো আশা করে, তারাই তো ভয়ে অস্থির! দৌলত মিয়াই ছিল আমাদের একমাত্র যোগসূত্র। জুলেখার নানী তো মারা গেছেন। আর কার সাথে আলাপ করব?"

"নানী মারা যাবার পর, তুই না যাওয়া অবধি, জুলেখা ভাবী কার সাথে ছিল?"

"কেন?"

"বোঝার চেষ্টা করছি ওখানে ওর অন্য কোন আত্মীয়স্বজন আছে কিনা। ঐ গ্রামে ওদের এতো দিনের বাস, নিশ্চয় ওর চাচা-মামা-খালা-ফুপু কেউ না কেউ তো থাকেই।"

মাথা নাড়ল মিজান। "থাকলে তারা তো বিয়ের সময় আসত? কেউ ছিল না। নানী মারা যাবার পর জুলেখা ঐ বাড়িতেই একজন কাজের মহিলাকে নিয়ে থাকত। জুলেখাকে নিয়ে চলে আসার সময় তার হাতেই বাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে এসেছি। মাটির দোচালা ঘর। কিন্তু ওর বাবার বিশাল বাড়ী ছিল, সেটা আবার বহুদিন ধরেই পরিত্যাক্ত। আমি ভেতরে যাই নি, বাইরে থেকে দেখেছি। কিছু ঠিক ঠাক করাতে হবে আবাসযোগ্য করবার জন্য, কিন্তু এমন কোন খারাপ অবস্থা নয়। কেন কেউ থাকে না, আমার মাথায় ঢোকে নি।"

"তার বাবা-মা কবে মারা গেছেন? আমার মনে আছে বিয়ের আগে দৌলত মিয়া কিছু একটা বলেছিল।" রহমত মনে করবার চেষ্টা করল, মনে এলো না।

মিজানের মনে আছে। "ওর বাবা-মা আত্মহত্যা করেছিলেন। বিষ খেয়ে। তাদের একমাত্র সন্তান ছিল জুলেখা। তারা মারা যাবার পর জুলেখা তার নানীর কাছে চলে যায়। তাদের বাড়ীটা খালিই পড়ে থাকে। আস্তে আস্তে সেখানে সবাই যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এখন ওভাবেই পড়ে আছে।"

রহমত হতাশ হয়ে বলল, "এমন আর কেউ নেই যার সাথে আমরা আলাপ করতে পারি?"

মিজান শ্রাগ করল। "গ্রামে গেলে নিশ্চয় কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, তাতে কি লাভ? ও আমার স্ত্রী। ওকে আমি পরিত্যাগ করতে পারব না।"

রহমত বিরক্ত কণ্ঠে বলল, "আরে পরিত্যাগ করবার কথা কে বলছে রে? আমি ভাবছি আরোও কোন নতুন তথ্য পাওয়া যায় কিনা। তাহলে বোঝা যেত, আমরা কিভাবে এগুবো।"

মিজানকে খুব একটা উৎসাহী মনে হল না। মাথা নাড়ল সে। "এখন কাজ কর্ম ফেলে কোথাও যাওয়াটা সম্ভব হবে না। তাছাড়া আমি হঠাৎ করে গ্রামে যেতে চাইলে জুলেখা সন্দেহ করবে না? ওকে এখানে একা রেখেও তো আমি যেতে পারব না। আমার এমন কোন আত্মীয় স্বজনও নেই যে তাদের কাছে ওকে রেখে কয়েকদিনের জন্য যাব। আমি নিরুপায়।"

রহমত ভর্তসনা করে বলল, "কি বলছিস তুই? তোর ছেলেমেয়েরা আছে না? তোর ভাবসাব দেখে মনে হয় তুই যেন নিঃসন্তান!"
"নিঃসন্তান হবার মতই তো। আমি বিয়ে করব শুনে কি করল দেখিস নি? ছেলেটা তো চুপচাপ, মুখে কিছু বলে নি। কিন্তু মেয়েটা? পারলে আমাকে মারে! আশ্চর্য! বুড়ো বাবার কোন খবর রাখে না আবার সব ব্যাপারে নাক গলাতে আসে।"
"শোন, ছেলেমেয়েরা হচ্ছে তোর রক্তের সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক কখনও নষ্ট হয় না। তোর এই দরকারের সময় তাদের সাথে তোর যোগাযোগ করা উচিৎ। তাদের সাথে জুলেখা ভাবীর অন্তত পরিচয় করিয়ে দে। তারা বয়েসে ভাবীর কাছাকাছি - জিনিয়া বছর দুই তিনের ছোট হবে, মালেক কয়েক বছরের বড়। তাদের মধ্যে মিল মহব্বত হয়ে যেতে পারে। পারে না?"
জোরে জোরে মাথা নাড়ল মিজান। "মালেককে নিয়ে আমি ভয় পাই না। কিন্তু সে চলে ছোট বোনের ইশারায়। আর জিনিয়াকে তো চিনিস, কাউকে ছাড়ে না। ওর মা মারা যাবার পর এমনিতেই খুব ভেঙে পড়েছিল। তারপর আমি বিয়ে করছি শুনে একেবারে পাগলের মত হয়ে গেল। আমাকে গুলী করে মারার হুমকী পর্যন্ত দিয়েছে!"
হা হা করে হাসল রহমত। "তোর মেয়েটা যে একটু পাগলী পাগলী সেতো আমরা সবাই জানি। আমাকে তো সেই ছোটবেলা থেকে সমানে পিটাচ্ছে। যেন আমি ওর বালির বস্তা! কিন্তু ওর মনটা হচ্ছে সোনায় গড়া। দেখিস না, মানুষের প্রয়োজনে কিভাবে সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারে। রাজ্যের নন-প্রফিট অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত। ওদিকে আবার পড়াশুনা করছে, কাজ করছে। দরকারের সময় দেখিস, ঐ তোর পাশে এসে দাঁড়াবে।"
"ওকে আমার ভয় করে। অতিরিক্ত মারকুটে। আমি আর নায়লা দু'জনাই ঠান্ডা মানুষ, মেয়েটা এমন ডানপিটে হল কি করে কে জানে। যাই হোক, আপাতত ওকে ডাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি ভাবছি কোন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাব কিনা। শুধু ডাক্তার বললেই হবে। জুলেখা কি করে বুঝবে কিসের ডাক্তার।"
রহমত চিন্তিত মুখে বলল, "বন্ধু, আমার তো মনে হয় না সাইকিট্রিস্ট দিয়ে কোন কাজ হবে। জ্বীন-ভুতের ব্যাপার, অন্য ধরণের ডাক্তার লাগবে।"
মিজান অবাক হয়ে বলল, "কি বলছিস তুই? খোলাসা করে বল।"
"শোন, জ্বীন-পরী ধরলে সাধারণ ডাক্তারী চিকিৎসায় কোন কাজ হয় না। এই জন্য বিশেষ ধরণের দক্ষতা লাগে। ওদেরকে বলে জ্বীনের ওঝা। গ্রামে থাকতে দেখিস নি? শুনেছি একমাত্র ওদের চিকিৎসাতেই নাকি কাজ হয়।"
মিজান বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। "এই সব আবোল তাবোল কথা বলিস নাতো। ওঝাদের অনেক ভুতুড়ে কান্ডকারখানার কথা শুনেছি। পিটিয়ে বেচারী রোগীকে মেরে পর্যন্ত ফেলেছে। ওসবের মধ্যে আমি যাচ্ছি না।"
সে উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হল। রহমত বলল, "আরে, সব ওঝা কি এক নাকি? সব কিছুতে যেমন ভেজাল আছে, ওদের মধ্যেও ভেজাল আছে। আমরা খাঁটি একজনকে খুঁজে বের করব। তুই ভাবিস না। এই দায়িত্ব আমার। শুধু এক কাজ কর। মালেক আর জিনিয়াকে ফোন কর। বলবি তোর নতুন বউয়ের মন খারাপ। খুব একাকিত্বে ভুগছে। ওদের সাথে পরিচিত হয়ে চায়। তুই চাস ওরা এসে তোর এখানে

ক'দিন থাকুক। জ্বীনের কথা বলিস না। এরা আধুনিক ছেলেমেয়ে। ওসবে হয়ত বিশ্বাস নেই। তোকেই পাগল মনে করবে। কিন্তু আমার ধারনা - আসবে। ওরা তোর এখানে এসে কয়েকটা দিন থাক। সপ্তাহ দুই তিন সময় পেলেই আমি এই জ্বীন তাড়ানোর ব্যবস্থা করে ফেলব।"
নিরুত্তরে সেখান থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠল মিজান। রহমতের বুদ্ধিটা খারাপ না। ছেলেমেয়ে দুইটা কাছে থাকলে সে মনে জোর পাবে। কিন্তু সত্য কথা হল, নিজের মেয়েটাকে সে জুলেখার চেয়েও বেশী ভয় পায়। এক ঘন্টা দুরত্বের মধ্যে থেকেও বছর খানেকের উপর ছেলেমেয়েদের সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই। চিন্তা করা যায়? এতো ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছে!

ফিরতি পথে মাইকের বাসায় একটু থামল মিজান। বেচারা পেটে যেভাবে আঘাত পেয়েছে, কোন খারাপ কিছু হল কিনা কে জানে? মাইকের বাসা বলতে একটা পুরানো বাড়ির বেসমেন্টের একটা ছোট্ট কামরা, কোন জানালা পর্যন্ত নেই। এটার জন্যই সে মাসে তিন শ ডলার করে গোনে। মেঝেতে একটা তেল চটচটে গদী। আসবাবপত্র বলতে আর কিছুই নেই। বেশ কিছু খালি সস্তা মদের বোতল চারদিকে গড়াগড়ি করছে। অনেক চেষ্টা করেছে মিজান কিন্তু তার মদ খাওয়া ছাড়াতে পারে নি। তার নাকি এটা ছাড়া জীবনে আর কিছু নেই।
মিজানকে দেখে এক গাল হাসল মাইক। "কেন যেন মন বলছিল তুমি আমাকে দেখতে আসবে।"
মিজান আসার সময় তার জন্য ম্যাকডোনাল্ডস থেকে খাবার নিয়ে এসেছিল, সেটা দেখে তার দাঁত সবগুলো বেরিয়ে গেল। "খুব ক্ষিধা লেগেছিল। থ্যাংক ইয়ু ম্যান!"
সে গপাগপ বার্গার এবং ফ্রাইস সাঁটতে শুরু করল। "তোমার পেটের কি অবস্থা?" জানতে চাইল মিজান।
"ব্যাথা আছে। তোমার এই বৌটার গায়ে অনেক জোর। প্লেটটা যখন আমার পেটে এসে লাগল, মনে হল যেন একটা কামানের গোলা এসে লাগল। তবে এখন ভালো আছি। টাইলানল খেয়েছি। দু' একদিনের মধ্যে ব্যাথা চলে যাবে।"
"কবে আসছ আবার?" মিজান সতর্ক কণ্ঠে জানতে চাইল। মাইক আদৌ আর আসবে কিনা সেটা নিয়ে তার সন্দেহ আছে। "আমার ছাদে কিছু কাজ আছে। আবহাওয়াটা এখন তো ভালো হচ্ছে..."
মাইক মাথা দোলাল। কারণটা ঠিক বোঝা গেল না। শব্দ করে গ্লাস থেকে কোক খেল। "আসবখনে দু' তিন দিনের মধ্যে। তোমার বউকে বল আমি মানুষ খারাপ না। একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম। ভালো হয়েছে সে আমাকে থামিয়েছে। ঐ হরিণগুলো তো আমার কিছু করে নি। খামাখা আমি ওদেরকে কেন ব্যাথা দিতে যাচ্ছিলাম? আমিও ওর কাছে মাফ চেয়ে নেব। আমি থাকি জন্তর মত, কিন্তু আমার মধ্যে এখনও মনুষত্ব্য আছে।"
"ওর হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি নিজেও ওকে ঠিক মত বুঝি না। তুমি আসার আগে আমাকে ফোন দিও। আমি বাসায় থাকব।"
মাইকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন বাসায় ফিরল মিজান, তখন শেষ বিকেল।

ড্রাইভওয়েতে গাড়ী রেখে চারদিকে দ্রুত চোখ বোলাল মিজান। জুলেখাকে কোথাও দেখা গেল না। চাবি দিয়ে সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ভেতরে কোন আলো জ্বলছে না। সূর্যের শেষ আলোতে ভেতরে আলো আধারীর খেলা। পেছন ফিরে দরজা লাগাচ্ছিল মিজান, নিঃশব্দে তার পেছনে এসে দাঁড়াল জুলেখা। এতো দ্রুত সে কোথা থেকে এসে হাজির হল ঠাহর করতে পারে না মিজান। তার শরীর ছমছম করে ওঠে। জুলেখার মুখ গম্ভীর, চোখে ঔৎসুক্য। "মাইককে দেখতে গিয়েছিলেন?" শীতল গলায় জানতে চায় জুলেখা।

থতমত খেয়ে যায় মিজান। কি বলবে বুঝতে পারে না। সত্য বলাটা কি ঠিক হবে? "মিথ্যে বলবেন না," জুলেখা নরম গলায় বলে।

মাথা দোলায় মিজান। "খারাপ কিছু হয়ে গেলে পুলিশী কেস হতে পারে। এখানে পুলিশ খুব তৎপর।"

"ভালো করেছেন। ওকে মুখে মানা করলেই হত। আমার ভুল হয়েছে। ভালো আছে লোকটা?" জুলেখার কণ্ঠে অকৃত্রিম দরদ।

মনে মনে অবাক হলেও মিজান সেটা প্রকাশ করে না। "ঠিক হয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই।"

"ছাদের কাজ করতে আসবে?"

আবার মাথা দোলাল মিজান। হ্যাঁ। ঘুরে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল জুলেখা। "কাপড় বদলে আসেন। আমি চা বানাচ্ছি।"

মনে মনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল মিজান। এতো সহজে ছাড়া পাবে সে ভাবে নি। উপরে ওঠার সিঁড়ির মাঝামাঝি পৌঁছাতে রান্নাঘর থেকে জুলেখার কণ্ঠ ভেসে এলো। "আপনার ছেলেমেয়েদেরকে আসতে বলবেন। অনেক ছবি দেখছি ওদের, দেখতে ইচ্ছে করছে "

"আচ্ছা!" মৃদু কণ্ঠে বলে উপরে উঠে এল মিজান। বুঝল নায়লার সাজিয়ে রাখা এলবামগুলো দেখেছে জুলেখা। ছেলেমেয়েদেরকে এখানে ডাকলে পরিস্থিতি যে কোন দিকে গড়াবে কে জানে।

কয়েকটা দিন বেশ চুপচাপ, ঘটানাবিহীন কাটল। জুলেখা রাতে পৃথক বেডরুমে শোয়, কিন্তু মিজানের সাথে তার সম্পর্ক স্বাভাবিকই আছে। অন্ততপক্ষে বাইরে থেকে দেখে সবাই তাই ভাববে। মিজান কাজে কর্মে ব্যাস্ত থাকার চেষ্টা করে। আগে অফিস থেকে কখন বের হবে তাই নিয়ে ব্যাতিব্যাস্ত থাকত, এখন যত দেরীতে বাসায় ফিরতে পারে ততই ভাল। জুলেখার যে তাতে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে তা নয়। সে নিজের ইচ্ছে মত বাসা সাজাচ্ছে, যখন ইচ্ছা জঙ্গলে হাঁটতে চলে যায়, বাগানে প্রচুর সময় কাটায়। বাসার ভেতরে এবং বাইরে দেখে মিজানের ইদানিং মনে হয় যেন নায়লা আবার ফিরে এসেছে। তার লুকিয়ে রাখা আসবাবপত্র সব বেরিয়ে এসেছে, পেছনের বাগানে তার প্রিয় ফুলগুলো সব ফুটতে শুরু করেছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, জুলেখা ইচ্ছে করেই মিজানের মনে নায়লার স্মৃতি জাগ্রত রাখতে চায়। কারণটা বুঝতে সমস্যা হয় না। মিজানের সাথে কোন

হৃদয়ের সম্পর্ক সে স্থাপন করতে চায় না। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না সে। তাকে কেনইবা বিয়ে করতে গেল জুলেখা, আর কেনইবা ইচ্ছে করে এমন দূরত্ব রাখছে?
জিনিয়া এবং মালেকের সাথে সে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। মেয়েটা বেশী ত্যাঁদড়। ইচ্ছে করে ফোন ধরেনি। সে একটা লম্বা মেসেজ রেখেছে। মালেককে ফোন করতে সে ফোন ধরেছিল কিন্তু কথা বেশী দূর গড়ায় নি। সে বরাবরই মুখচোরা। তার হয়ে অধিকাংশ কথাবার্তা ত্যাঁদড় মেয়েটাই বলত। মালেককে আসতে বলায় সে বিড়বিড়িয়ে বলল, জিনিয়া যদি আসে তাহলে সেও আসবে। পুত্রকে খুব ভালোভাবেই চেনে মিজান। তার সাথে কথা বলে সময় নষ্ট না করে মেয়েকে ধরার চেষ্টা করেছিল। তিন দিন পেরিয়ে গেল, কোন খবর নেই। অফিস থেকে আবার ফোন করেছিল সে। এবারও ধরেনি। আবারও লম্বা একটা মেসেজ রেখেছে। মেয়েটার মায়া অনেক। রাগ একটু পড়লে নিশ্চয় ফোন দেবে। কিন্তু বেশী দেরী না করলেই হয়। এই বিপদের সময়েই তাকে মিজানের প্রয়োজন।
মাইকের আসবার কথা ছিল, সেও আসে নি। বোধহয় সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে নি। মিজান তাকেও একটা ফোন দিল। পাওয়া গেল না। মেসেজ রাখল। ছাদটা একবার চেক করা উচিৎ। কতখানি কাজ করাতে হবে বোঝা দরকার। নীচ থেকে দেখে সঠিক ধারণা করা যায় না। মাইককে উইকএন্ডে আসতে বলল। সে বাসায় থাকবে। গাছটাও পুরোপুরি কাটা হয় নি। সেটাও শেষ করতে হবে।
শুক্রবার এলে ক'দিন আগেও মনটা ভালো হয়ে যেত মিজানের। দু'দিন অফিসে যেতে হবে না। জুলেখার সাথে অনেক খানি সময় কাটানো যাবে। কিন্তু গত শনিবারের পর থেকে পরিস্থিতি বেশ পালটে গেছে। অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে একটু চিন্তাতেই পড়ে যায় মিজান। পরদিন আবার মাইক আসছে। ব্যাটা যত যাই বলুক, পেটে মালপানি পড়লে তার মস্তিষ্কের কোন ঠিক থাকে না। কি বলতে কি বলবে, আর কি করতে কি করবে – আগে থেকে বলার কোন উপায় নেই। ফোনে পই পই করে বলেছে মিজান, মাইক যেন মদ টদ খেয়ে না আসে। জুলেখা আবার কোন কারণে ক্ষেপে গেলে খুব সমস্যা হয়ে যাবে।